প্রোডাকসন সিণ্ডিকেট-এর

প্রেমগীতি চিত্র

গোল্ডকলারে রঞ্জিত

দৃশ্যাবলী সহ

নৌকাবিলাস

চিত্রনাট্য ও সংলাপ - নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ

পরিচালনা - সুধীর মুখার্জী

প্রোডাকসন্ সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিঃএর নিবেদন

॥ গেভাকলারে রঞ্জিত দৃশ্যাবলীসহ বাংলা চলচিত্রে সম্পূর্ণ অভিনব সৃষ্টি ॥

নৌকা বিলাস

প্রযোজনায় : প্রোডাকসন সিণ্ডিকেট

কাহিনী : চিত্রনাট্য ও সংলাপ : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

পরিচালনায় : সুধীর মুখার্জী * সহঃ পরিচালনায় : বিণু বর্দ্ধন

॥ আলোকচিত্রশিল্পে ॥ ॥ শব্দযন্ত্রে ॥ ॥ শিল্প নির্দ্দেশ ॥

দেওজী ভাই পরিতোষ বোস ও ভূপেন ঘোষ (বহির্দৃশ্য) সত্যেন রায় চৌধুরী

॥ সম্পাদনায় ॥ ॥ সঙ্গীত পরিচালনায় ॥ ॥ নৃত্য পরিচালনায় ॥

বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জী পবিত্র চট্টোপাধ্যায় গোপাল রায়

॥ যন্ত্রসঙ্গীতে ॥ ॥ রূপসজ্জা ॥ ॥ ড্রেসার ॥

সুর ও শ্রীঅর্কেস্টা সুধীর দত্ত ও দেখী হালদার (গেভাকলার) গোবর্দ্ধন ও সুনীল

ব্যবস্থাপনায় : নিরঞ্জন বোস ॥ প্রচারে : শচীন সিংহ ॥ স্থিরচিত্রে : এড্ না লরেঞ্জ ॥

॥ ইষ্টার্ণ টকীজ ষ্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত ॥

॥ ইণ্ডিয়া ফিল্ম লেবরেটরীজ হইতে পরিস্ফুটিত ॥

ফিল্ম সেণ্টার (বম্বে) হইতে গেভাকলার দৃশ্যসমূহ পরিস্ফুটিত ॥

: কৃতজ্ঞতা স্বীকারে :

রাধারাণী, পঞ্চাননবাবু, সুকুমার মিত্র ও রাধারমন কীর্ত্তন সমাজ (চোরবাগান)

কণ্ঠ সংগীতে : ধনঞ্জয়, শ্যামল, মানব, ডাঃ গোবিন্দগোপাল, ছবি বন্দ্যো, আল্পনা বন্দ্যো, মাধুরী মুখোঃ, তারা মুখার্জী ॥

ভারতবিখ্যাত স্বরোদীয়া রাধিকা মোহন মৈত্র, চলচ্চিত্রের আবহসংগীতে এই প্রথম অংশ গ্রহণ করলেন

রূপায়ণে : মিহির মুখার্জী, (নবাগত) অনুরাধা গুহ (নবাগতা) সাবিত্রী, অনুপকুমার, পদ্মা দেবী, নিভাননী, পূর্নিমা, শেফালী, মন্দিরা, রীণা, হাসি, চন্দা, ইলা, কৃষ্ণা, চন্দন, শীতল, ভানু, সুজিৎ, পরিমল, সৌরেন এবং আরও অনেকে

সহকারীবৃন্দ : পরিচালনায় : বিশুব্রহ্ম, রবীন ব্যানার্জী, অনুপ সেন, ব্রজেন ব্যানার্জী, চিত্রশিল্পে : তরুণ গুপ্ত, সত্য রায়, বি, লাল, দেবেন দে, দুলু ॥ শব্দযন্ত্রে : সৌমেন চ্যাটার্জী, বিনয় গুহ ॥ শিল্পনির্দ্দেশে : হীরেন লাহিড়ী ॥ সম্পাদনায় : নিরঞ্জন বোস ॥ সঙ্গীত পরিচালনায় : বলাই সেন ॥ ব্যবস্থাপনায় : অরূপ বোস, চিনু গাঙ্গুলী ॥

পরিবেশনায় : মেহাতা পিকচার্স কলিকাতা : ফোন ২৩-৪০২১।

একদা বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ যমুনার বক্ষে শ্রীমতী আর শ্রীমতীর প্রধানা সখীদের নিয়ে নৌকায় বিলাস-লীলা করেছিলেন।

অনেকে বলেন, বৃন্দাবনে এই তাঁর শেষ লীলা, নৌকা-বিলাস। ছায়াচিত্রের জন্যে যিনি এই নৌকা-বিলাসের কাহিনী লিখেছেন, তাঁর পরম সৌভাগ্য, যৌবনের প্রথম দিনে কেঁদুলীর বৈষ্ণব মেলায় এই নৌকা-বিলাসেরপালা তিনি শুনেছিলেন। সেদিনকার সেই পালাগানের প্রত্যেকটি জিনিস লেখকের অন্তরে গাঁথা হয়ে যায় এবং লেখক ঠিক সেই কেঁদুলীর মেলাতে শোনা নৌকা-বিলাসের পালাকে অনুসরণ করে আজ ছায়া-ছবির জন্যে এই নৌকা-বিলাসের পালা লিখেছেন।

নৌকা-বিলাসের আসল সূচনা হলো নিত্য-বৃন্দাবনে, এই মাটীর পৃথিবীর উর্দ্ধে এক রস-ধামে যেখানে রাধাকৃষ্ণ নিত্য অবিচ্ছেদ বিরাজ করেন।

একদা সেই নিত্য বৃন্দাবনে হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে শ্রীমতী দেখেন, শ্রীকৃষ্ণ পাশে নেই। শুনলেন, তিনি সখী বিরজার কুঞ্জ-ভবনে গিয়েছেন। কৃষ্ণ-অন্বেষণে বিরজার কুঞ্জদ্বারে প্রবেশ করতে গিয়ে শ্রীমতী বাধা পেলেন, কুঞ্জদ্বারে দ্বারী হয়ে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ সখা শ্রীদাম।

শ্রীদাম বলে, ক্ষমা কর আমাকে, প্রভুর আদেশ এখন এ কুঞ্জভবনে কেউ প্রবেশ করবে না।

শ্রীমতী রোষে আদেশ করেন, আমি কৃষ্ণ গেহিনী, আমার আদেশ, দ্বার খুলে দাও!

শ্রীদাম হাত জোড় করে বলে, অপারগ আমি, আমি কৃষ্ণ দাস!

রোষে শ্রীমতী অভিশাপ দিয়ে ফেললেন, যে কৃষ্ণ-প্রেমের তেজে তুমি আমাকে অপমান করলে, আমি অভিশাপ দিচ্ছি, মর্ত্তে সেই কৃষ্ণদ্বেষী দৈত্যকুলে তুমি জন্মাবে। আর যে বিরজার জন্যে আমার এই লাঞ্ছনা, মর্ত্তে নদীরূপ ধরে জলময় দেহে সে থাকবে।

শ্রীদাম তার উত্তরে বলে, যদি আমার কৃষ্ণ, প্রেম সত্য হয় তা হলে তোমাকেও মর্ত্তে একশো বছর ধরে কৃষ্ণ বিরহে কাঁদতে হবে।

এধারে শ্রীকৃষ্ণ তখন বিরজার কুঞ্জভবনে সখী বিরজা আজ কুঞ্জ-ভবন সাজিয়েছে, ফুল দিয়ে সাজিয়েছে ফুল দোলা,ফুল দোলায় আজ দুলবে রাধাকৃষ্ণ, বিরজার অনেকদিনের সাধ একান্তভাবে রাধাকৃষ্ণের বিলাস-লীলা সে দেখবে।

সহসা ফুল দোলা দিকে চেয়ে দেখতেই সভয়ে বিরজা দেখে, শ্রীমতীর অভিশাপের আগুনে সমস্ত ফুল দোলা জ্বলে উঠেছে।

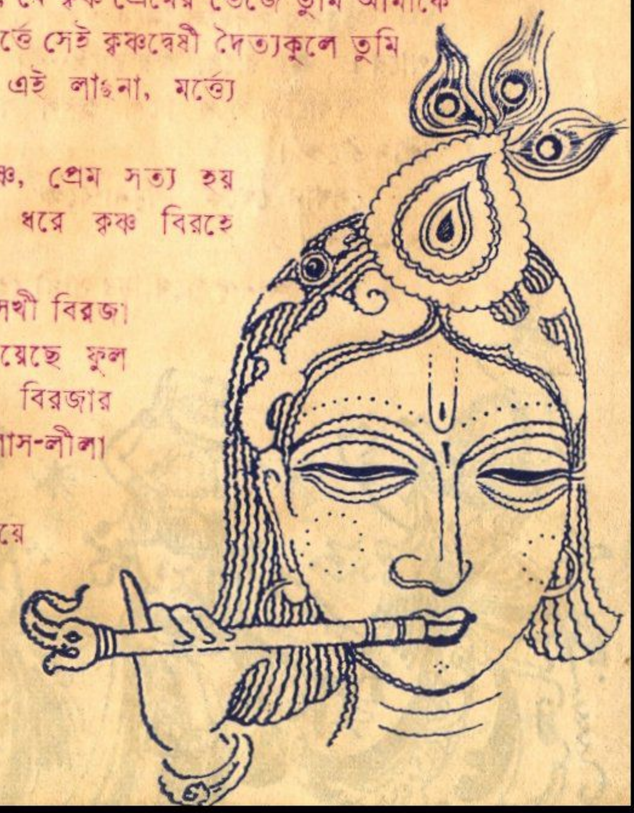

ভয়ে শ্রীকৃষ্ণের পায়ে লুটিয়ে পড়ে বিরজা। কেঁদে বলে, প্রভু রক্ষা কর, শ্রীমতীর অভিশাপ থেকে॥

শ্রীকৃষ্ণ আশ্বাস দেন, কোন ভয় নেই সখী, শ্রীমতীর অভিশাপে মর্ত্তে তুমি হবে নদী যমুনা! আমি তোমারই তীরে তীরে করবো আনন্দলীলা।

পায়ে লুটিয়ে পড়ে কেঁদে ওঠে বিরজা, তাহলে মিটবে না কি আমার সাধ! কোন দিন একান্ত করে কি দেখতে পাবো না তোমাদের দুজনের লীলা।

শ্রীকৃষ্ণ আশ্বাস দেন, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি সখী, একদিন বৃন্দাবনে তোমারই জলময় বক্ষে শ্রীমতীকে নিয়ে আমি করবো নৌকাবিলাস, পূরাবো তোমার মনোসাধ।

এই হলো নৌকাবিলাসের কাহিনী সূচনা।

শ্রীমতীর অভিশাপে জলময় দেহ নদী যমুনা বয়ে চলেছে। এপারে বৃন্দাবন, ওপারে মথুরা। যমুনার তট দিয়ে, বংশী-বটের ছায়ায় ছায়ায় শ্রীকৃষ্ণকে ঘিরে রাখাল বালকেরা চলেছে গোষ্ঠে…

শত ভাবে তারা আজ চেষ্টা করে শ্রীকৃষ্ণের ম্লান মুখে হাসি আনতে।

পারে না, কিছুতেই পারে না। বহুদিন দেখা নেই শ্রীমতীর সঙ্গে…।

জবাটে জটিলার ঘরে বন্দী আজ শ্রীমতী…। বাঘিনীর মতন মা-মেয়ে দরজা আগলে বসে আছে, যাতে শ্রীমতী বাইরে একলা না বেরুতে পারেন।

রাধা বিরহে শ্রীকৃষ্ণ সুবলের শরণাপন্ন হ'ল। যেমন করে পার সুবল সখা, শ্রীমতীকে নিয়ে এসো মুক্ত করে।

কৃষ্ণের পদধূলি নিয়ে সুবল বলে, যা তুমি পার না, তা তোমার পায়ের ধূলো পারে। জয় রাধে, জয় রাধে…।

জবাটের পথে চলে সুবল সখা, জটিলার হাত থেকে মুক্ত করে আনতে শ্রীমতীকে।

সেখান থেকে যমুনা-বক্ষে নৌকা-বিলাস… দীর্ঘ পথ… অমৃত পথ… আনন্দ পথ ..

সে - আনন্দ পথে চির সাথী হোক রাধা-মাধব…।

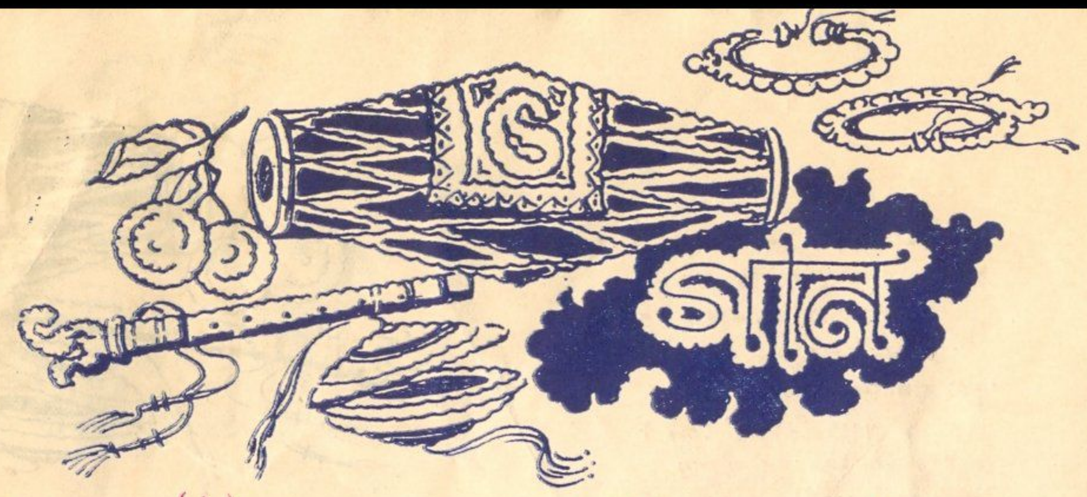

(১)

শ্রিত কমলা কুচ মণ্ডল ধৃত কুন্তল কলিত
ললিত বনমাল
দিনমনি মণ্ডল মণ্ডন ভবখণ্ডন মুনিজন মানসহংস
কালিয়বিষধর গঞ্জন জন রঞ্জন যদুকুল
নলিন দিনেশ
জয় জয় দেব হরে

মধুমুর নরক বিনাসন গরুড়াসন সুরকুল
কেলিনিদান
অমলকমলদল লোচন ভবমোচন ত্রিভুবন
ভবন নিধান,
জয় জয় দেব হরে

জনকসুতাকৃত ভূষণজিত দূষণ সমর সমিত দশকণ্ঠ
অভিনব জলধর সুন্দর ধৃত মন্দর শ্রীমুখচন্দ্রচকোর
জয় জয় দেব হরে
জয় জয় দেব হরে
জয় জয় দেব হরে।

(২)

যায় যায় যায় কৃষ্ণ আমার যায়
রহিয়া রহিয়া রহিয়া গো।
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পায় রহি রহি চলি যায়
যায় পদ রহিয়া রহিয়া রহিয়া গো।
বুঝি উহার কেহ আছে আসিতেছে পাছে পাছে
তাতেই চাইছে ফিরিয়া ফিরিয়া ফিরিরাধে।

শ্রীদাম টানে বনপানে রানী টানে ঘর পানে
রাই টানে নয়নে নয়নে নয়নে গো॥
যদি ব্রজের রাখাল হ'তাম তবে উহার সঙ্গে যেতাম
মাঝে যেতাম নাচিয়া নাচিয়া নাচিয়া গো॥

(৩)

সখি কি বুকে দারুণ ব্যথা!
সে দেশে যাইব যে দেশে না শুনি
পোড়া পিরীতের কথা।
(আমি সেই দেশে যাব গো, যেদেশে পিরীতি নাই
আমি কারো কথা শুনবো না গো,
আমি সেই দেশে যাবো, সখিগো।
সই কে বলে পিরীতি ভাল
হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া
কাঁদিতে জনম গেল।
(জনম গেল, কাঁদতে কাঁদতে জনম গেল
হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ, ব'লে কাঁদতে কাঁদতে জনম গেল।)
কুলবতী হৈয়া কুলে দাঁড়াইয়া
যে ধনী পিরীতি করে
তুষের অনল যেন সাজাইয়া
(সখি), এমতি পুড়িয়া মরে।

(৪)

শুনইতে কানু-মুরলী-রব-মাধুরী
শ্রবণে নিবারনু তোয়
(আমি তখন নিষেধ করেছিলাম,

''রাই কমলিনী', ও বাঁশী শুনিস্ না ব'লে,
'হাত জোড় ক'রে বলেছিলাম
ঘাটে মাঠে কে কোথায় বাঁশরী বাজায়
তা শুনে তোর কাজ কি আছে
'তুই' রাজনন্দিনী রাজার ঝি।)
শ্রবণে নিবারনু' তোয় ।
হেরইতে রূপ নয়ন যুগ ঝাঁপনু
(আমি নয়ন, ঢেকেছিলাম, ওরূপ হেরিস্‌না বলে
তখন নয়ন ঢেকেছিলাম, আমার দুটি কর দিয়ে
'তোর' দুটি নয়ন ঢেকেছিলাম।)
তব ধনি রোখলি মোর ।
(তখন বল্লি, তোদের কি ?
আমি রূপ হেরিব বাঁশী শুনিব
যায় যাবে কুল আমার যাবে, তোদের কিগো।)
তব ধনি রোখলি মোয় ।
ভরমহি তা সনে লেহ বাড়ায়লি
জনম গোঙায়াবি রোয় ।
(এখন কাঁদার কি হ'য়েছে,
এই তো কাঁদার পরি রহি
কেঁদে কেঁদে জনম যাবে, সখিরে…।)
জনম গোঙায়াবি রোয় ।

(৫)

প্রেম কারিকর মোরা যত সখীগণ
ভাঙ্গিলে গড়িতে পারি পিরীতি রতন ।
(মোদের এই তে কার্য্য, প্রেম ভাঙ্গা গড়ার
ভেঙ্গে গড়ি গড়ে ভাঙ্গি এই তো কার্য্য।)
অন্তর হাকর মন অঙ্গারের খনি
বিরহ নিঃশ্বাস দিয়ে নিভাই আগুনি
হৃদয় কটরা করি প্রেম গলাই
মন হাতুরী ক'রে যতনে বাড়াই
সোনাতে সোহাগা দিয়ে সোনাতে মিশাই
রস পাইন দিয়ে প্রেম গলাই।

(৬)

আচম্বিতে আসি, রাধাকুঞ্জ বসি
অচেতন কেন হ'লে
ওরে, বল বল ভাই বলরে কানাই
অচেতন কেন হ'লে ।
তোর মনের কথা বলরে আমায়
অচেতন কেন হ'লে ॥
বন দাবানলে আর বিষজলে
প্রাণদান দিলে তুমি
সে ধার শুধিতে যে বোল বলিবে
তাহাই করিব আমি।

(৭)

শুনরে সুবল ভাই নিবেদন করি
কহিতে পরাণ ফাটে না কহিলে মরি
যা বটে আছয়ে ধনী জটিলা মন্দিরে
বিষম সঙ্কটস্থল কি বলিব তোরে
সুবলরে, চম্পকের মালা কেন পরাইলি
চম্পকবরণী রাধা মনে পড়াইলি ।

(৮)

সুচতুর সুবল পবনগতি ধাওল
আওল যাবট কি মাঝ
জটিলা কো নিয়রে হোয়ল উপনীত
মলিন বদন হীন সাজ ।

(৯)

ওগো মাই কি কহব দুখ পরিশেষ,
বাছুরি খুঁজি খুঁজি ভ্রমিয়া কত দেশ ।
(হারিয়ে গেছে মাগো, একটি বাছুরী হারিয়ে
গেছে আমার শ্যামলী গাই কাঁদছে মাগো
ধবলী বাছুরী হারায়ে ।
গোপাল কাঁদছে মাগো,
(সারা), গো-পাল কাঁদছে মাগো
ধবলী বাছুরী হারায়ে ।)

(১০)

উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী করেছি সার
কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন
কিশোরী গলার হার ।
গৃহ মাঝে রাধা কাননতে রাধা
রাধা ময় সব দেখি
নয়নেতে রাধা গমনেতে রাধা
রাধাময় হ'লো আঁখি ।
স্নেহেতে রাধিকা প্রেমেতে রাধিকা
রাধিকা আরতি পাশে ।
রাধারে ভজিয়ে রাধা বল্লভ
(নাম) পেয়েছি অনেক আসে ॥

(১১)

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল ।
সখি, কি মোর করমে লিখি !
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি ।
উচল বলিয়া অচলে উঠিতে
পড়িনু অগাধ জলে
লছমি চাহিতে দারিদ্র বাঢ়ল
মাণিক হারানু হেলে

(১২)

নিরানন্দ এ হৃদি বৃন্দাবনে এস এস নন্দ কিশোর
আনন্দ মঞ্জিরা বাজায়ে পায় নাচত পুলক বিভোর
জয় শঙ্খ গদাধর নীল কলেবর পীত পটাম্বর দেহি পদম্
জয় সত্যজনাশ্রয় মঙ্গল কারণ অন্তিম বান্ধব দেহি পদম্ ।
জয় দুর্জয় শাসন কেলিপরায়ণ কালিয়া দমন দেহি পদম্
জয় ভক্ত জনাশ্রয় দীন দয়াময় চিন্ময় অচ্যুত দেহি পদম্
যে দিকে ফিরাই আঁখি তোমা ছাড়া নাহি দেখি
আনন্দে গাহি গুন গান
জীবন মরণ সঙ্গে নাচিব হে প্রেম রঙ্গে
অবিরাম জ-প তব নাম ।
আনন্দে গাহি গুন গান জয় রাধে গোবিন্দ নাম
হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধো দিন বন্ধো জগৎ পতে
গোপেশ গোপিকা কান্ত রাধাকান্ত নমোস্তুতে ॥

(১৩)

তুমি আনন্দ নব ঘনশ্যাম
আমি প্রেম পাগলিনী রাধা।
তব ডাক শুনে ছুটে যাই বনে
না মানি কুলের বাধা।

শূন্য প্রাণের গাগরী শিরে
নিতি আসি প্রেম যমুনা তীরে
অঙ্গ ভাসায়ে তরঙ্গ নীরে
শুনি তব বাঁশরী সাধা ।
যুগ যুগান্ত অনন্ত কাল হৃদয়-বৃন্দাবনে
তোমাতে আমাতে এই লীলা নাথ
চলেছে সঙ্গোপনে ।
মোর সাথে কাঁদে প্রেম-বিগলিতা
ভক্তি ও প্রীতি বিশাখা ললিতা ।
তোমারে যে চায় মোর মত হায়
সার শুধু তার কাঁদা ।

(১৪)

আয় আয় আয়,
তোরা কে যাবি গো যমুনায়,
বাঁশী বাজে বলে আয় আয় আয় ।
মিলন পিয়াসে ডাকে অবিরাম
কিবা রূপ তার নয়নাভিরাম
চিত্ত মনচোর সুন্দর শ্যাম
চরণে মদন মূরছায় ॥
তমাল কুঞ্জে নওল কিশোর
বাজায় মুরলী দিবানিশি ভোর
ফুলে ফুলে অলি সে সুরে বিভোর
মদির সুরভি বয়ে যায়
ত্যজি কুল মান ত্যজি অভিমান
অন্তরে গাহি কানু প্রেম গান
চল সখি চল চিত চঞ্চল
মিলিতে বিজন বন ছায়
মা.....
কালি আমার নয়তো কালো
তারি রূপে জগৎ আলো
আলোর আলো লুটিয়ে পড়ে
মায়ের রাঙা পায় ॥

(১৫)

বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের,
রাই আমাদের রাই আমাদের আমরা রাই-এর ॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ, মদন মোহন ।
সারি বলে, আমার রাধা বামে যতক্ষণ ॥
নইলে শুধুই মদন ।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ গিরি ধরে ছিল ।
সারি বলে, আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল ॥
নইলে পারবে কেন ।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূর পাখা ।
সারি বলে, আমার রাধার নামটী তাতে লেখা ॥
ঐ যে যায় গো দেখা ॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের চূড়া বামে হেলে
সারি বলে, আমার রাধার চরণ পাবে বলে ।
চূড়া তাইতে হেলে ॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগৎ চিন্তামণি ।
সারি বলে, আমার রাধা নিত্য প্রেমের খনি ॥

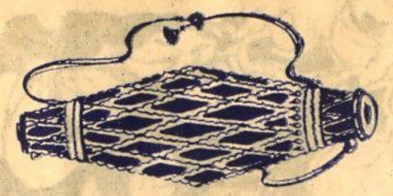

সে তোমার কৃষ্ণ জানে ।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের বাঁশী অনুপম ।
সারি বলে, সত্য বটে বলে রাধার নাম ।
নৈলে কিশের বাঁশী ॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগতের গুরু ।
সারি বলে, আমার রাধা বাঞ্ছা কল্পতরু ।
নৈলে কে কার গুরু ।
কে কার গুরু কে কার গুরু জানা আছে ঢের
বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের,
রাই আমাদের.....

(১৬)

ওগো বুড়ি মাঈ কহিতে ডরাই
সে মোর মনের দুখ
না কবি কাহারে শপথি হামারে
দেখাবি সে চাঁদমুখ
বাঘিনীর ঘরে বসতি আমার না ছাড়ি দীর্ঘ শ্বাস
কি কব বিশেষ আঙ্গিনা বিদেশ না পরি
নীলিম বাস ।
কালার ভরমে জলদনা হেরি না যাই যমুনা ঘাটে
পাড়ায় পাড়ায় করে কানাকানি ঘোর
পরিবাদ রটে ।
নিন্দুকের মুখে অনল ভেজাই যাইব বঁধুরা পাশে
যা থাকে করমে তাই হবে মোর
আর না যাইব বাসে ॥

(১৭)

[শুধু] দরশণ অভিলাষে ধেয়ে চলে ব্রজবালা
[তারা] ছুটিল পাগল পারা
ধেয়ে চলে ব্রজবালা
[শুধু] দরশন অভিলাষে ধেয়ে চলে ব্রজবালা
[তারা] ছুটিল পাগল পারা
অনুরাগে গাঁথি মালা
ধেয়ে চলে ব্রজ বালা
শ্যাম সিন্ধুর পানে কি অকূল টানে
সব ছেড়ে ধেয়ে চলিল
(তারা ছুটিল তটিনীর মত শ্যাম সাগরে মিশবে
বলে, মিটায়ো শ্যাম তাদের মনের সাধ)

(১৮)

রাধা—বলি ও সখি ঐ কি ঘাটের নেয়ে !
যেমন আপনি তেমতি না খানি
রাধা মিলাওল জেনে !
রজত কাঞ্চনে না খানি সাজত
বাজিছে কিঙ্কিনী জাল
অপরূপ তাতে শোভে বাঁকা হাতে
মনি বাঁধা কেরোয়াল ।
বৃন্দা—সাত রাজার ধন একটি মাণিক
নাবিক হোয়ে কোথায় পেলে ?
রাধা—রতনের ডালি শিরে ঝলমলি
কদম্ব কুসুম কানে

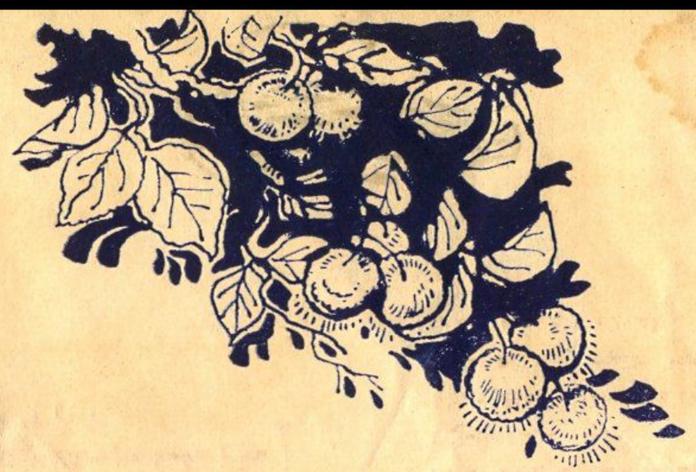

জঠোর অঞ্চলে বাঁশীটি গুঁজেছে
শোভে নানা আভরণে
(রূপর দেখে রূপের গরব গেল
এমন রূপ তো আর দেখি নাই সই
এমন রূপের শোভা দেখি নাই সই)
বৃন্দ—চোরের ঘাটে এলাম বুঝি
নাবিক বলে হয় না মনে
নাবিক এত কুহক জানে !

[১৯]

ওহে নবীন কাণ্ডারী, তুমি নাবিক
সেজেছ ভালো !
করে দিলে পার এ যশ তোমার
ঘুচিবে গায়ের কালো !
[পার করহে নবীন নেয়ে পার করহে
মোদের বিকির সময় গেল বয়ে]

[২০]

কথায় কথায় বেলা যায় দান দিয়া চড় নায়
আঁধার করিয়া আসে খেয়া
একে আমার ভাঙা তরী তাহাতে উঠিছে বাও
দুই প্রহরে দিই এক খেয়া।

সবে আছে দিন দণ্ড দুই তিন
তোমরা অবলা জাতি
একে একে পার করিতে সবার
হইবে অনেক রাতি।

[২১]

ধরেনা ধরেনা এক মণের বেশী ধরেনা গো
[আবার] কম হ'লেও এ তরী চলে না
এক মনের বেশী ধরে না গো

[২২]

আমি বুঝতে পারি
ঐ মুখের দিকে চাইলে পরে
ঐ চোখের দিকে চাইলে পরে
এক মণ হ'লো কিনা বুঝতে পারি

[২৩]

বেশী হলে আমি কমিয়ে নেব
বিরহ আগুনে শুকিয়ে নেব
বিরহে শুকিয়ে কমিয়ে নেব
আর কম হয় যদি পুরিয়ে নেবো
কানে বারেক নামের সুধা দিয়ে
চোখের জলে ভিজিয়ে নেবো

[২৪]

আজি যমুনা আনন্দে উতরোল
তরঙ্গে বাজত মৃদঙ্গ রোল
দুকুল আকুল তরঙ্গ ভঙ্গে
নাচত রভসে বিলাস রঙ্গে
পুরল আজিকে বিরজা কো সাধ
হেরই হেরই আনন্দ অগাধ

[২৫]

বঁধু কি আর কহিব আমি
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হ'য়ো তুমি
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি
সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া
হইনু তোমার দাসি।
ভাবিয়া দেখিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে
রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে

একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল পায়।

[২৬]

হরে মুরারে হরে মুরারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে
কলির পীড়নে ব্যথিত জীবগণে
পরমৌষধি এ ভব-সংসারে।

মুক্তি প্রতীক্ষায় !

মেহতা পিকচার্সের পরিবেশনায় যুগান্তকারি চিত্র !

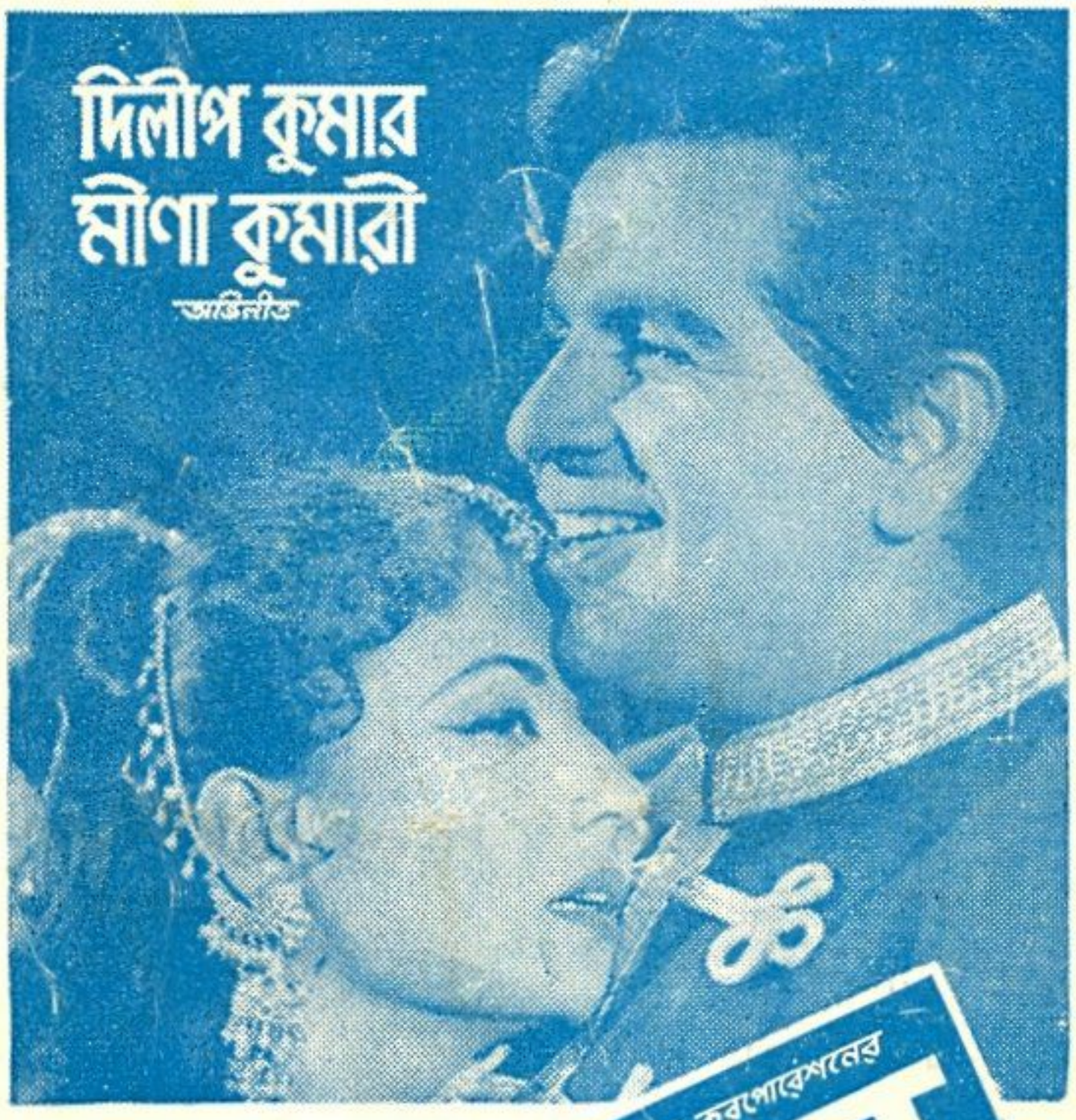

পরিচালনা· সানী   চিত্রশিল্পী ফ্রিদুন ইরাণী   সংগীত: নৌসাদ

প্রোডাক্শন সিণ্ডিকেটের পক্ষ হইতে প্রচার সচিব শচীন সিংহ সম্পাদিত ও মেহতা পিক্চার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত
এবং ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, ১৫৭এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য ১৯ নয়া পয়সা